—প্রজাতন্ত্র দিবসে কংগ্রেসী সরকারের দান—

শতকরা ৩৩ ভাগ কর্ম্মচারী ছাঁটাই করার তোড়জোড়

কাজের অধিকার স্বীকার করার নমুনা—ব্যাপক বরখাস্ত

২৬ শে জানুয়ারী কংগ্রেসী প্রজাতন্ত্রের জন্মদিবস। লাখ লাখ টাকা খরচ করে তেরঙা ঝাণ্ডা উড়িয়ে আর ময়দানে সৈন্যদের কুচকওয়াজ করিয়ে কংগ্রেসী সরকার জনসাধারণকে মনে করিয়ে দিল প্রজাতন্ত্র দিনের কথা। জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই, যে গঠণতন্ত্রের জোরে শোষক শ্রেণী আইনতঃ ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জনের রক্ত চুষে খাচ্ছে, যে বেআইনী কানুনের দাপটে ব্যক্তি স্বাধীনতা হৃত, জনতার প্রতিবাদ কণ্ঠ রুদ্ধ সে আইনকে, সে গঠণতন্ত্রকে জনসাধারণ মানতে পারে না। তাই ২৬ শে জানুয়ারীর বিশ্বাসঘাতকতাকে ভারতবাসী আনন্দের দিন মনে করে না, করে শোকের দিন হিসাবে।

এ বছর যখন মহাআড়ম্বরে প্রজাতন্ত্র দিবস প্রতিপালিত হচ্ছিল, লাটপ্রাসাদে যখন বহু টাকা খরচ করে হোম যজ্ঞ প্রভৃতি চলছিল, আতসবাজী আর পতাকা ওড়াবার জন্য যখন গৌরি সেনের টাকা বেপরোয়া খরচ হচ্ছিল তখন এক সার্কুলার জারী হল ভারতীয় রাষ্ট্রের খরচ কমাবার জন্য শতকরা ৩৩ জন কর্ম্মচারী ছাঁটাই করা হবে।

ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণ এমনিতেই বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের চাপে মৃত প্রায়, তার ওপর প্রতি মাসে জিনিস পত্রের দাম জীবনধারণের ব্যয় বেড়েই চলেছে ফলে শ্রমিক কর্ম্মচারীর দল সুস্থ মানুষের মত বাঁচার বদলে কোন রকমে ধুঁকছে। তবুও ছাঁটাই হবে। আর এ ছাঁটাই কি ব্যাপক ভাবে চালান হবে তা হিসাব দেখলেই বুঝতে পারা যায়। প্রতি তিন জনে এক জন করে ছাঁটাই করা হবে। এই বেকার দেশবাসীর দল বাঁচবে কেমন করে তা কিন্তু নেতাদের চিন্তা করবার ফুরসৎ নেই।

লাখে লাখে গরীব কেরানীর দলকে চাকরী হতে বরখাস্ত করা হবে রাষ্ট্রের খরচ কমবার নামে। অথচ সরকারী বিভাগের মাথার মণিদের গায় হাত দেওয়া হবে না, সেক্রেটারী, সহকারী সেক্রেটারী ডেপুটি সেক্রেটারী প্রভৃতির সংখ্যা বাড়ান হবে, মন্ত্রীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই ইচ্ছামত তা বাড়িয়ে চলা হচ্ছে। সভাপতির ভাষণের জন্য প্রতি মিনিটে তিন হাজার করে টাকা খরচ হতে পারে, তাঁর দরবারের পাশে মন্দির তৈরীর জন্য লাখ লাখ টাকা বরাদ্দ হতে পারে, পুলিশী ও সৈন্য বিভাগের বড় কর্ত্তাদের মদের খরচ কোটীতে উঠতে পারে, রাষ্ট্রদূতদের ঘর সাজাতে পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা দিয়ে আসবাব পত্র কেনা হতে পারে, প্রাদেশিক মন্ত্রীদের সুবিধার জন্য মোটর গাড়ীতে উড়োজাহাজের জন্য কোটী টাকা বরাদ্দ হতে পারে, রাজা মহারাজাদের মদ ও তার আনুসঙ্গিক জিনিসের জন্য কোটী কোটী টাকা খয়রাত হতে পারে—শুধু হতে পারে না গরীব ভারতবাসীর অন্নের সংস্থান। কংগ্রেসী রাজত্বে রিপাবলিক দিনে এই হ'ল গান্ধীয় দান। এই করেই ভারতীয় রাষ্ট্র নাগরিকদের কাজের অধিকার স্বীকার করছে।

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা | বৃহস্পতিবার, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫১, ১৮ই মাঘ, ১৩৫৭ | মূল্য—দুই আনা

২৪ পরগণায় সরকারের খাদ্যনীতি বিরোধী আন্দোলন

গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত

পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসী সরকার খাদ্য সংগ্রহ নীতির নামে গরীব ও মধ্য চাষীদের কাছ হতে জোর করে যে ধান লুট করার নীতি চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অধীনের গ্রামগুলিতে জোর প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। সরকার একদিকে জমিদার ও জেতেদারদের গোলা ভর্ত্তি ধানে হাত দিচ্ছে না অন্যদিকে গরীব ও মধ্য চাষীদের সারা বছরের সম্বল সমস্ত ধান কেড়ে নিচ্ছে। শুধু যে জমিদার জোতদারদের ধানে হাত দেওয়া হচ্ছে না তাই নয়, সরকারী খাদ্য বিভাগের কর্ম্মচারীদের সহযোগীতায় বড়লোকের দল রীতিমত চোরাকারবার চালাচ্ছে। এই সব অঞ্চলে যাদের ডি, পি, এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছে তারা হ'ল স্থানীয় কালোবাজারী ব্যবসাদারদের এসোসিয়েসনের মুখপাত্র। সুতরাং গরীব চাষীদের রক্তে বোনা ধান লুট করে চোরাকারবারীর দল নিশ্চিন্তে সরকারের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে হাজার হাজার টাকা মুনাফা কামাচ্ছে আর জনসাধারণ খাদ্যের চড়া দামে ও খাদ্যাভাবে অশেষ দুর্ভোগ ভুগছে।

এই জুলুমবাজী যে কি রকম উগ্ররূপ নিয়েছে তা নীচের ঘটনা থেকে প্রমান হয়। মুলারহাটে যে সমস্ত চাষী দু সের আড়াই সের চাল বিক্রী করার জন্যে নিয়ে আসে তার বদলে তেল নুন কেনার জন্যে, তাদের কাছ থেকেও ঐ সব ধান কেড়ে নেওয়া হয়। অথচ

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

কংগ্রেসী সরকারের ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয়

চোরাকারবারের পুরস্কার প্রধান মন্ত্রীত্ব

জয় নারায়ণ ভ্যাসের বিরুদ্ধে চোরাকারবার ও দুর্নীতির অভিযোগ রাজস্থান পরিষদে উত্থিত হলে তাঁকে মন্ত্রীত্বের গদী হতে নামতে হয়। তারপর তাঁর নামে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। সম্প্রতি কংগ্রেসী কর্ত্তাদের ইচ্ছায় সেই সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে এবং ভ্যাসকে আবার প্রধানমন্ত্রী করার তোড় জোড় চলছে।

একেই বলে কংগ্রেসী সততা নিরাপরাধকে শাস্তি দেওয়া এবং দোষীকে বেকসুর খালাস দেওয়া কংগ্রেসী নীতি। কংগ্রেসী পাণ্ডাদের নারী ধর্ষণ থেকে আরম্ভ করে চুরি ডাকাতি বহু কাজে জড়াতে দেখা গেছে, অথচ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। যে সমস্ত জায়গায় আবার মামলা দায়ের হয়েছিল সেখানে কর্ত্তা ব্যক্তিদের তদ্বিরের জোরে আসামীকে হয় বেকসুর খালাস দেওয়া হয়েছে নয় মকর্দ্দমাই তুলে নেওয়া হয়েছে। রাজস্থানের ভ্যাসের ব্যাপার সেই হিসাবে নতুন নয়।

একে তো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জনতার জীবন এমনিতেই শোষণে বিপর্য্যস্ত; তার ওপর যদি তার পরিচালকবর্গ এই জাতের দুর্নীতি পরায়ণ হয় তাহলে জনতার অবস্থা চূড়ান্ত রকমে খারাপ হতে বাধ্য। রাজস্থানে সেই অবস্থায় চলছে।

—রেশন কমানোর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলুন—

● খাদ্য থাকতেও লাভের আশায় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ●

মানুষকে প্রাণ নিয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকতে হলে যে জিনিষটার দরকার সব চেয়ে আগে তা হল তার খাদ্য। তাই যে কোন সভ্য দেশের সরকারের সর্ব-প্রথম কাজ হল দেশবাসীকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করা। অথচ আমাদের দেশে ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা নিত্য নতুন করে খাদ্য কমান হচ্ছে এবং জনতাকে না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারার চক্রান্ত চলছে। সারা দুনিয়ায় বোধ হয় আর দ্বিতীয় দেশ নেই যেখানে মন্ত্রী মণ্ডলী দেশবাসীকে খাওয়াবার দায়িত্ব পালন না করে তাদের সপ্তাহে একদিন করে উপোস করার উপদেশ দেয়, নিজেরা বড় বড় হোটেল রেস্তরাঁয় ভাল ভাল জিনিষে উদর পূর্ত্তি করে জনতার কাছে Plain living ও high thinking এর বাণী প্রচার করে এবং সমস্তটাকে একটা আধ্যাত্মিক রঙ দিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা যারা জানে তারা নেহাৎ শয়তান না হলে বলতে পারে না—কম করে খাও কিংবা সপ্তাহে একদিন উপোস কর। ইংরেজ আমলেও এই রকম ভাবে লিলুজ্জের মত কথা বলতে বিদেশী শোষকদের বেধেছিল; তাদেরই সময়ে কমিশনের রায়ে প্রকাশ হয়েছে—"ভারতবর্ষের লোক স্থায়ীভাবে অর্দ্ধাহারে ও মাঝে মাঝে অনাহারে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ লোক উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য পায় না; জন-সংখ্যার বিরাট এক অংশ প্রয়োজনের কম খাদ্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পুষ্টি-কর দেহ রক্ষণোপযোগী খাদ্যের অভাব পূর্ণ করে নিকৃষ্ট স্তরের খাদ্য শস্য। দুধ, ডাল, মাংস, টাটকা ফল এবং শাকসব্জী নাম মাত্রও ব্যবহৃত হয় না।" ইংরেজের আমলের চেয়ে খাদ্য বিষয়ে অবস্থা এখন অনেক খারাপ হয়েছে তবুও কংগ্রেসী "স্বাধীন" সরকারের খাদ্যনীতির প্রশংসা করতে হবে।

যে দেশে সাধারণ লোকের পেটে দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না; সে দেশের জনসাধারণকে তাজা ফল খেতে বলা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতবর্ষের শ্রমজীবি মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য চোখে দেখতেও পায় না; ডাঃ অ্যাকরয়েডের মতে সাধারণ ভারতবাসী গড়ে যে পরিমাণ খাদ্যের ওপর বেঁচে থাকে তাতে একটা বড় জাতের ইঁদুরকেও সুস্থ ও সবল রাখা যায় না। এই অভাব ভারতবাসী কোন রকমে নিকৃষ্ট জাতের খাবার দিয়ে পুষিয়ে নিত। ডিম দুধ মাংস ফল প্রভৃতির অভাব ভাত রুটীর দ্বারাই গরীব দেশবাসী পূরণ করতে চায়। সে ভাত ও রুটীর ওপরই হল কংগ্রেসী নেতাদের আক্রমণ। কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী শতকরা ২৫ ভাগ রেশন কমাবার আদেশ জারী করে বলেছেন—প্রত্যেক শ্রেণীর লোক যাতে সমপরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করে তার ব্যবস্থা এতে করা হল। কংগ্রেসী নেতাদের বেসাতিই হল মিথ্যের, সত্য এবং আসল কথা কদাচিৎ তাদের মুখ থেকে বেরোয়। এক্ষেত্রেও সেই এক কথা। মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা নেই দেশের শ্রমজীবি গরীব জন-সাধারণই চাল বা গম দিয়েই যে ক্ষেত্রে তাদের খাদ্যের শতকরা ৯৫ ভাগ মিটোয় সে ক্ষেত্রে ধনীর দলের তা শত ২ ভাগের মত। মাছ মাংস ডিম, দুধ, ঘি, ফল, মিষ্টি ও ভাল শাকসব্জীর মধ্যে দু চারচ 'টেবিল রাইস' কিংবা 'দু স্লাইজ' রুটীই যে বাবুদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা এ সত্যটা মন্ত্রী মশাই নিজের পাতের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। সুতরাং চাল ও গম কমিয়ে দেবার অর্থ গরীবদের পেটে ছুরী চালান। Equity র কথা ধাপ্পা।

এই কম অপরিমিত খাদ্যের জন্যই দেশে ক্ষয় রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতহারে। সহরের ও নগরের জনসংখ্যার শতকরা ৫৫ থেকে ৬০ জনের বেশী কোন না কোন ক্ষয় রোগের দ্বারা আক্রান্ত। এর কারণ কি? বাংলা দেশে যে হু হু করে দৃষ্টি শক্তি হীনতা বেড়ে চলেছে, হাড় ক্ষয় (bone decay) রোগের যে প্রাদুর্ভাব,—এ সবের কারণ কি নেতাদের ভোজনপুষ্ট মস্তিষ্কে একবারও প্রবেশ করেছে? লাখে লাখে, কোটীতে কোটীতে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকদের ছেলে মেয়েরা, দেশের শতকরা ৯০ জনের ভবিষ্যত বংশ-ধররা যে নেতাদের হঠকারিতার জন্য অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে তার জন্য কি তাঁদের শান্তির কোন বিঘ্ন ঘটেছে? এই গত বছরও চিকিৎসক সম্মেলনে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য-অবস্থার যে ভয়াবহ ছবি উপস্থিত করা হয়েছে তার কারণ কি নেতারা ভেবেছেন?

তা তাঁরা ভাবেন নি; ভাবলে কোন যুক্তিতেই রেশন কমানর কথা উচ্চারণ করতে পারা যায় না। পুঁজি-বাদী রাষ্ট্রের এক মাত্র উদ্দেশ্য হল পুঁজি-পতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা, আর পুঁজি-পতি শ্রেণীর লক্ষ্য হল মুনাফার পাহাড় লোটা। জনসাধারণ বাঁচল কি মরল, খেতে পেল কি পেল না, তা তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না; তারা চায় জনতাকে শোষণ করে কেমন করে আরও লাভ বাড়ান যায়। সেই লাভের খেল প্রতিটি বিষয়েই চলেছে। টাটা বিড়লার দল জানে জনসাধারণের খাদ্য না হলে চলে না, তাই খাদ্য বিষয়েই তাদের খেল পুরোদমে চলেছে। যদি কোন রকমে দেশের চাহিদার তুলনায় খাদ্যের যোগান কম করে দেওয়া যায় তাহলে মোটা দামে বিক্রী করে, চোরা কারবার চালিয়ে প্রচুর লাভ করা যাবে। তাই তো ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও তার শ্রেণীস্বার্থ রক্ষাকারী পুঁজিবাদী ভারতীয় রাষ্ট্র সর্ব বিষয়ে চেষ্টা করছে দেশে খাদ্যের যোগান কম কথতে, আর কম যোগানের কথা বলে রেশন কাটতে যাতে করে অর্দ্ধাহার অনাহারক্লিষ্ট শ্রমজীবি মানুষ বড়লোকদের কাছ থেকে চোরাকারবারে বেশী দামে খাদ্য কিনতে বাধ্য হয় প্রাণ ধারণের তাড়ায়।

এর প্রমাণ হল নেতাদের খাদ্যনীতি। ক্ষমতার গদীতে বসার আগে নেতারা গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করেছিলেন—দেশের খাদ্যাবস্থার অবনতির জন্য দায়ী ভুমি-ব্যবস্থা। দেশকে অন্য বিষয়ে স্বাবলম্বী করতে হলে জমিদারী প্রথার বিলোপ করতে হবে, চাষীর হাতে জমি বিলি করতে হবে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাসের ব্যবস্থা করতে হবে, সমবায় ও যৌথ খামার চালু করতে হবে। এ-সবের কোন কিছুই কি নেতারা দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে করেছেন? নয়াচীন এক বছরের মধ্যে যে কাজ করে খাদ্য-ঘাটতি দেশ হতে খাদ্য-উদ্বৃত্ত দেশে রূপান্তরিত হয়েছে সেখানে ভারতবর্ষ চার বছরের মধ্যেও কিছু করেনি। দ্বিতীয়তঃ যে সব লাখ লাখ একর পতিত জমি পড়ে রয়েছে সেগুলিকে চাষ করার কোন চেষ্টাই হয়-নি। শুধু পতিত জমিই নয়, বহু পরিমাণ হালি জমি, পতিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। দেশীয় রাজ্যের রাজাদের যে বিরাট "খালসা জমি" (আগে রাজাদের খাস জমি ছিল এখন তা রাষ্ট্রের অধি-কারে; সম্প্রতি ষড়যন্ত্র চলছে দিল্লীর মন্ত্রণা-কক্ষে কেমন করে এই জমিগুলিকে আবার রাজাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায়) ছিল সেগুলি চাষ না করে পতিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। এর ওপর আছে পুঁজিপতিদের পক্ষে নগ্নভাবে দালালী

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আবেদন

নিউস প্রিণ্ট কাগজের দাম সম্প্রতি যেভাবে বেড়ে গিয়েছে তাতে করে প্রতি সংখ্যা গণদাবীর দাম ৵০ রাখা আর সম্ভব নয়। অথচ আমরা দাম বাড়িয়ে সর্ব্বসাধারণের ওপর চাপ বাড়াতে প্রস্তুত নই। এই অবস্থায় গণদাবীর পাঠকবর্গের নিকট আমাদের অনুরোধ তাঁরা যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য গণদাবী কার্য্যালয়ে কিংবা স্থানীয় পার্টি অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে গণদাবীকে নিয়মিতভাবে পূর্ব্বের দামে প্রকাশ করিতে সাহায্য করুন।

ম্যানেজার—গণদাবী
৪৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

★ কৃষি-কার্য্যের দ্রুত উন্নতির পথে মহাচীন ★

লেখক:—পি, লাপাতেফ

প্রতিক্রিয়াশীল কুয়োমিনটাং রাজত্বের কাছ থেকে চীনের লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে এক অনগ্রসর ও বিধ্বস্ত অর্থনীতি। কৃষি কার্য্যের ক্ষেত্রে চালু ছিল যে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা সামন্ত-তান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ও স্থূল সম্পর্ক, চীনের উৎপাদিকা শক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধির পথে তাই ছিল প্রধানতম অন্তরায়। চীনা জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সংখ্যা সমগ্র দেশবাসীর শতকরা ১০ ভাগেরও কম ছিল। অথচ এই শতকরা ১০ জনের হাতেই ছিল চীনের সমগ্র জমিজমার শতকরা ৭০ ভাগ থেকে ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত। আর দেশের কৃষক-কুলের হাতে ছিল শতকরা ২০ ভাগ থেকে ৩০ ভাগ মাত্র জমি। এই মুষ্টিমেয় সংখ্যারও শতকরা ২০ ভাগ মধ্যবিত্ত কৃষক ও শতকরা ৫০ জনের জমির পরিমাণ যৎসামান্য এবং শতকরা ৩০ জন কৃষকের কোনো জমি-ক্ষেতই নেই। কৃষকরা বাধ্য হয়েই জমিদার বা জোতদারের কাছ থেকে জমি ইজারা নিতেন কিংবা অপরের জমিতে খেত-মজুরের কাজ করতেন। চীনা চাষীরা তাঁদের জমিদার ও জোতদারকে খাজনা হিসেবে উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৭০ ভাগ বুঝিয়ে দিতেন। বাকি ফসল থেকে তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হত গভর্ণমেন্টের ট্যাক্স, মহাজনের সুদের টাকা ও ব্যাঙ্কের পাওনা কিস্তি।

চীনের ইতিহাসে আবহমান কাল ঐ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থাই কৃষির উন্নতির পথে একটানা বাধার মতো কাজ করে এসেছে। এই সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের জোয়ালে-বাঁধা চীনা কৃষক সমাজের দারিদ্র্য ও অনশনের দুর্ভাগ্য কোনো কালেই আর ঘুচল না। চীনা কৃষকদের চূড়ান্ত দুঃখ দুর্ভাগ্যকে মূলধন করে লাভবান হতেন জমিদার শ্রেণী, আমলাতান্ত্রিক পুঁজির প্রতিনিধিরা আর সর্ব্বোপরি সেই "চার পরিবার" যাঁদের হাতে গিয়ে জমা হয়েছে কৃষকদের দেওয়া প্রমিসরি নোটের শতকরা ৫০ ভাগের ও বেশি।

সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা-স্বত্বের বিলোপ সাধন করে তার জায়গায় প্রকৃত চাষীর স্বত্বস্বামিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি এক ব্যাপক কৃষি সংস্কারের প্রস্তাব উথাপন করেছেন।

১৯৫০ সালের ২৮ শে জুন নয়া চীনের কেন্দ্রীয় সরকার ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কিত আইন পাশ করেন এবং দুদিন পরেই ৩০শে জুন তারিখ থেকে তা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আরম্ভ হল।

উক্ত নূতন আইনের ১নং ধারায় লিপিবদ্ধ আছে: "জমিদার শ্রেণী কর্ত্তৃক অনুসৃত সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ভূমি-ব্যবস্থা বিলুপ্ত হল। তৎস্থলে প্রবর্ত্তিত হল চাষীর মালিকানা-স্বত্ব। এই নয়া ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির উপযোগী স্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং নয়া চীনের শ্রমশিল্পের উন্নয়নের পথ পরিষ্কার করা।" আইনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লিখিত আছে: "জমিদারদের জমি, পশুসম্পদ, চাষাবাদের সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, উদ্বৃত্ত শস্যাদি এবং গ্রামাঞ্চলে তাঁদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক ঘর বাড়ী ও "ইমারত বাজেয়াপ্ত করা হল"। এবং ঐ সব বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ন্যায়সঙ্গত-ভাবে বন্টন করে দেওয়া হবে ভূমিহীন চাষীদের, অতি সামান্য জমির মালিক চাষীদের এবং যাদের আর কোনো পেশা নেই এমন লোকেদের মধ্যে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুনর্গঠন ত্বরান্বিত করার জন্যে এবং জমিদার শ্রেণীকে কোনঠাসা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ধনী কৃষকদের ভূসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ না করার পক্ষপাতী।

বিনা পয়সায় চাষের জমি পাওয়ার মধ্যেই চীনা কৃষকদের পূর্ব্বাবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সীমাবদ্ধ নয়। কৃষি সংস্কার ও জমিদারের মালিকানা ভূমি ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের ফলে জমিদারের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়ে নজরাণা, ট্যাক্স ও অন্যবিধ দেওয়া-থোওয়ার যে প্রথা ছিল তাও বিলুপ্ত হয়েছে। ঐ কুপ্রথার চাপে চীনা কৃষকের ফসল-আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ৭০ ভাগ পর্য্যন্ত ভূস্বামীর পকেটে চলে যেত আর তাঁদের চির ঋণজালে আবদ্ধ করে ফেলত মহাজন ও সুদখোরদের কাছে জমির উপজমিদারের মালিকানা ব্যবস্থার অবসান মানেই হচ্ছে খাজনা ইত্যাদি আকারে পূর্ব্বে পরাশ্রিত ভূম্যধিকারী শ্রেণী যে অপরিমেয় উৎপাদনের অধিকারী হতেন এখন তা প্রকৃত উৎপাদক অর্থাৎ চাষীর নিজের হাতেই থেকে যাচ্ছে।

জমির মালিকানা স্বত্বের সুযোগ নিয়ে অপরকে শোষণের দিন আর নেই। চীনের লোকায়ত্ত প্রজাতন্ত্র প্রকৃত চাষীদের কেবল বিনা অর্থে জমি দেয় নি, তাদের কাছ থেকে জমি ব্যবহারের জন্যে কোনরূপ খাজনাও চায় না ও চাইবে না। বলা বাহুল্য কোনো ধনতান্ত্রিক দেশে এরূপ ভূমি-ব্যবস্থা কল্পনার বাইরে।

জমির জন্যে খাজনা দেওয়া ও মহাজনের ঋণের বোঝা শোধ করার দায় থেকে চীনা কৃষকরা আজ মুক্ত। তাই উদ্বৃত্ত অর্থ এখন তারা নিজ নিজ জমির উন্নতির পিছনে ব্যয় করতে পারেন। খামারের নিজস্ব বাড়ী, পশুসম্পদ ও চাষাবাদের সাজ সরঞ্জাম, বন্ধ্যা জমি উদ্ধার, বৈজ্ঞানিক সার ইত্যাদির পিছনে ঐ উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে।

যে সব অঞ্চলে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার ইতিমধ্যে সম্পাদিত হয়েছে, যে সব স্থানের দরিদ্র কৃষক ও ভূমিহীন কৃষকরা গণতান্ত্রিক গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে বীজ, চাষাবাদের যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম, পশু, সার ইত্যাদির সরবরাহ পেয়ে যাচ্ছেন। এই সরবরাহের কিয়দংশ হচ্ছে বাজেয়াপ্ত জমিদারি ও ভূসম্পত্তি, কিয়দংশ হচ্ছে নগদ অর্থ ও জিনিষ পত্রের ঋণ দান। এই ঋণের জন্যে কৃষকদের কোনো সুদ দিতে হবে না। এবং পরিশোধের কিস্তিও কৃষদের পক্ষে বিশেষ ভাবে সুবিধাজনক করা হয়েছে।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চীনের পল্লী অঞ্চলে উদ্ভব হচ্ছে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক। এই নূতন সম্পর্ক কৃষির দ্রুত অগ্রগতির ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পরিপোষক। চীনা কৃষকরা জীবনে এই প্রথম নিজেদের জন্যে পরিশ্রম করছেন এবং সেই পরিশ্রমের ফল ভোগও করেছেন নিজেরাই।

কৃষি সংস্কারের ফলে শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে মৈত্রী আরও দৃঢ় হয়েছে। কৃষকরা উঠে পড়ে লেগে গেছেন ফসলের উৎপাদন বাড়াবার কাজে, অনাবাদী জমিতে চাষাবাদের কাজে, জলসিঞ্চিত জমির আয়তন বৃদ্ধি ও পশুসম্পদের সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে। চীনা সংবাদ পত্রসমূহে প্রকাশিত তথ্য দৃষ্টে জানা যায়, কৃষি সংস্কারের ফলে ১৯৪৮ সালে মাঞ্চুরিয়ার কৃষকগণ ৫ লক্ষ হেক্টার নতুন জমিতে চাষ করেছেন এবং জলসেচ ব্যবস্থার অধীন জমির আয়তন বাড়িয়েছেন ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টারেরও বেশী। মাঞ্চুরিয়ার খাদ্য শস্যের উৎপাদন গেছে বেড়ে—১৯৪৭ সালে ছিল ১০৭ লক্ষ ৩০ হাজার টন, ১৯৪৮ সালে তা হল ১১৮ লক্ষ ৭০ হাজার টন। ১৯৪৯ সালে মাঞ্চুরিয়ার কৃষকরা আবাদী জমির মোট আয়তন আরও বৃদ্ধি করার ফলে ঐ বৎসরের খাদ্য শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াল ১৩৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন (অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৮ লক্ষ টন।) ১৯৪৯ সালে উপরোক্ত জমির আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছিল শতকরা ১০ ভাগ। জমির উৎপাদিকা শক্তি ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে শিক্ষা দেবার জন্যে, বিশেষ ভাবে উন্নততর চাষাবাদের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে মডেল ষ্টেশন খোলা হয়েছে। এ সব মডেল ষ্টেশনে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সব স্থানে কৃষি-কার্য্যের গবেষণা ও পরীক্ষা কার্য্য ও পরিচালিত হয়।

ভূমি সংস্কার বা কৃষি সংস্কার চীনের পল্লী অঞ্চলের কৃষক সমাজকে সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে। এই সংস্কারের ফলে কৃষির অগ্রগতি হয়েছে সুনিশ্চিত, পল্লীর উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির পথ হল বাধামুক্ত,—ফসলের উৎপাদন ও পশুসম্পদের সংখ্যা দ্রুত-গতিতে ও অব্যাহত ভাবে বেড়েই যাবে। এই ভাবে দেশের শিল্পায়নের পক্ষে অপরিহার্য্য কাঁচা মালের ভিত্তি তৈরীর জন্য অনুকূল পূর্ব্বাবস্থা তৈরির পথ খোলসা হচ্ছে। তৈরি হচ্ছে চীনের কৃষক সমাজের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পাকা রাস্তা। —টাস্

প্রতিবাদ

(৬এর পাতার পর)

আন্দোলনে যোগ দেওয়ায়। সরকারের ধান কেনা (লুট) নীতির বিরুদ্ধে যে যুক্ত আন্দোলন গড়ে উঠছে তাতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়ে জয়নগর থানার অধীনস্থ কমুনিষ্ট পার্টির শাখা যুক্তফ্রন্ট গঠনে তাঁদের আন্তরিকতার পরিচয় দেবেন—এই আশা করি।—

সম্পাদক—গণদাবী

উত্তর প্রদেশে চিনিকল শ্রমিক ধর্ম্মঘট

নিময়ার কমিশনের রায় কার্য্যকরী করার দাবী

পন্থ সরকারের মালিকদের স্বার্থরক্ষার্থে শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ

ভারতবর্ষের চিনি কলগুলি হতে চিনির রাজারা যে কি রকম মুনাফা লাভ করে তা ভাবা যায় না। শিশু শিল্পের দোহাই পেড়ে এই শিল্পটিকে আজও সংরক্ষণ নীতির সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। অথচ শিল্পটি শিশু তো নয়ই বরং সুগার সিণ্ডিকেট আজ সারা ভারতবর্ষে একচেটে ব্যবসা চালাচ্ছে। এই সিণ্ডিকেটটি হল মালিকদের এসোসিয়েসন। সংরক্ষণ নীতি বর্ত্তমান থাকায় বিদেশ থেকে সস্তা দরে চিনি আনা যাচ্ছে না ফলে ভারতীয় জনতাকে অহেতুক অনেক বেশী দাম দিয়ে চিনি কিনতে হচ্ছে।

গরীব দেশবাসীর কাছে বেশী দামে চিনি বিক্রী করে যে প্রচুর টাকা লাভ হয় তার কণামাত্রও আক উৎপন্নকারী চাষী কিংবা চিনি উৎপাদনকারী শ্রমিকের ভাগে পড়ে না; সমস্তটাই লক্ষপতি মালিক শ্রেণীর পকেটে চলে যায়। প্রতি বছর এই লাভের মাত্রা বেড়ে চলেছে অথচ শ্রমিকদের জীবনধারণের খরচ বেড়ে গেলেও তাদের মজুরী বাড়ান হচ্ছে না। একের পর এক কমিশন বসছে. 'আরবিট্রেটার' নিযুক্ত হচ্ছে। তারা সরকারের লোক; মালিক ও সরকারের হয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কিছুতেই তারা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবীকে অস্বীকার করতে পারছে না। তবুও কংগ্রেসী সরকার শ্রমিকদের দাবী স্বীকার করতে নারাজ। মালিক শ্রেণীর মুনাফা যে কি পাহাড় প্রমাণ তার কিছুটা প্রমাণ মিলবে চিনি কলগুলির লাভ লোকসানের খতিয়ান পরীক্ষা করলে। কয়েকটি কলের কথাই ধরা যাক।

অর্থাৎ এক ১৯৪৮ সালেই আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় উঠে গিয়েছে। এসব হল সরকারের কাছে দাখিল করা হিসাব। চোরকারবার চালিয়ে যে লাভ হয় তা এর মধ্যে ধরা হয় নি। উপরন্তু ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সাল গিয়েছে চিনির রাজত্বের লুটের বছর। ১৯৪৯ সালের প্রথম পাঁচ মাসেই চোরা কারবারে এদের মুনাফা হয় ২০ কোটী টাকা। এর পর কি. প্রশ্ন উঠতে পারে চিনির কলে লাভ হয় না মজুরদের মজুরী বাড়ান যায় না বা বোনাস দেওয়া সেই কারণে যায় না?

মালিক শ্রেণীর এত লাভ হওয়া সত্ত্বেও সরকার পক্ষ চিনির দাম এ বছর আবার বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিন বছর আগে নিময়ার কমিটি চিনি কল শ্রমিকদের দাবী দাওয়া আলোচনা করে যে রায় দেয় তাকে আজও কার্য্যকরী করা হয় নি। নিময়ার কমিটির পর পট্টভি সীতারামিয়াকে দিয়ে চিনি কল শ্রমিকদের অবস্থা পরিক্ষা করান হয়। তিনি তখন কংগ্রেস সভাপতি। মালিক পক্ষের বিরাট লাভের প্রমান তাঁর পক্ষেও অস্বীকার করা অসম্ভব হল না; কিন্তু যুক্ত প্রদেশের পন্থ সরকার তবুও নিময়ার কমিটির রায় কার্য্যকরী করল না। তারপর গত বছর যখন উত্তর প্রদেশের চিনি কলগুলির ধর্ম্মঘট হল তখন পন্থ সরকার অঙ্গীকার করল রায়কে কার্য্যকরী করা হবে। শালিসী বসল; কিন্তু দীর্ঘ ছ'মাসের মধ্যে শালিসীর ফলও বেরুল না। শ্রমিকরা আবেদন নিবেদন জানিয়ে বিফল হয়ে ধর্ম্মঘটে নামল। সরকার পক্ষ অমনি গোলাগুলি নিয়ে শ্রমিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কংগ্রেসী সরকারের রাম রাজত্বে প্রতিটীক্ষেত্রে এই রকম করে পুঁজিপতি শ্রেনীর মুনাফা বাড়াবার চেষ্টা চলেছে গরীব শ্রমজীবি মানুষকে না খাইয়ে রেখে খুনকরে, তাদের চূড়ান্ত শোষণ করে এবং নিরঙ্কুশ দমননীতি চালিয়ে। সংঘবদ্ধ দেশব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়তে পারলে তবে এ অত্যাচার থেকে মুক্তি মিলবে।

নাম	আদায়ীকৃত মূলধন (টাকা)	লাভ (টাকা) ১৯৪৬	১৯৪৭	১৯৪৮
বেলাপুর সুগার কোং	৪৬,৯০,৭৫০	১৩,৭৫,৮২১	২৩,০৭,৭২৭	৫৯,৬৮,৩৬০
বুলাও সুগার কোং	২৪,০০,০০০	৭৩,৬১৭	১১,৫৫,৮৯৩	৩৩,৫০,৪৩১
কাণপুর সুগার ওয়ার্কস	২৫,০০,০০০	৭,৬০,১২১	৮,১৩,৬০৫	১৬,৬২,৪৭৩
নিউ ইণ্ডিয়া সুগার মিলস্	১৮,৩৭,০০০	১,৮০,৯৯৩	২,৩৬,৮৯১	৯,২১,৪৯১
রাজা সুগার কোং	২০,০০,০০০	৭২,৫২৫	৯,৪৩,৩৪২	২৫,০৪,৬৪৩
আপার গ্যাঙ্গেস সুগার মিলস্	৩৫,০০,০০০	৪,২৫,০৪০	৫,০১,৫৫১	১৬,৪৮,৬৮৩
	১,৬৯,২৭,৭৫০	২৮,৮৮,১১৭	৫৯,৫৯,০০৯	১,৬০,৫৬,০৮১

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সিংভূম জেলা কৃষক সংগঠক কমরেড জগন্নাথ সরেণের মুক্তি

(সংবাদ দাতার পত্র)

গত ১৯শে আগষ্ট কমরেড জগন্নাথ সরেণ এবং ঝাপড়ী শোল গ্রামের অপর একজন কৃষক কর্মী পালু সরেণের গৃহে পুলিশ থানাতল্লাসী করে। আপত্তিজনক কিছু পাওয়া না যাইলেও পুলিশ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে এবং জঙ্গল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিবার ও আপত্তিকর পুস্তিকা রাখার অভিযোগে চালান দেয়। ছয় মাস ধরিয়া তারিখের পর তারিখ পড়িতে থাকে অথচ পুলিশ কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ও উপস্থিত করে না। অবশেষে গত ২৫শে তারিখে জামসেদপুর আদালতের বিচারক কেস ডিসমিস করিয়া দেন এবং কমরেড জগন্নাথ ও পালু সরেণকে মুক্তি দেন।

এই মকর্দ্দমায় জব্দ করা গেলনা দেখিয়া কমরেড জগন্নাথ সরেণ ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতার বিরুদ্ধে জঙ্গল হইতে বিনা ছাড়পত্রে কাঠ আনার অভিযোগে আর একটি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। এই ভাবে পুলিশ ও বনবিভাগ মিথ্যা অজুহাতে কৃষকদের উপর অত্যাচার ও তাহাদের হায়রানী করিতেছে। এই জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

বিভিন্ন স্থানে লেনিন দিব

ইউ, টি, ইউ, সি, ও বি, পি, টি, ইউ, সির

● লেনিন দিবস প্রতিপাল

"সারা দুনিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসীবাদীর দল যখন আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে চলেছে তখন সে চক্রান্তকে ব্যর্থ করতে দেশজোড়া ঐক্যবদ্ধ সবল শান্তির লড়াই গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথমে দরকার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য সম্পাদন করা। তাই আমাদের দেশের এখন সর্বপ্রধান কাজ হল শতধা বিভক্ত শ্রমিক শ্রেণীকে আবার ঐক্যবদ্ধ করা। কিন্তু যতদিন না ভারতবর্ষে একটা সত্যিকারের শক্তিশালী জঙ্গী গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠিত হচ্ছে ততদিন তা সম্ভব হবে না। আবার এই গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ার সফলতা নির্ভর করছে ঘনিষ্ঠতর সমাজতান্ত্রিক ঐক্যের ওপর। তাই আমাদের দেশের প্রত্যেকটি প্রগতিশীল ব্যক্তি, দল, ও প্রতিষ্ঠানের আশু কর্ত্তব্য হল, বিভিন্ন শ্রমিক দলগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সমাজতান্ত্রিক ঐক্য এবং সাথে সাথে প্রশস্ততম জঙ্গী গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করা। কমরেড লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার সেই হল একমাত্র পথ।" গত ২১ শে জানুয়ারী তারিখে ক'লকাতা ময়দানে ইউ, টি, ইউ, সি ও বি, পি, টি, ইউ, সি, র মি উপলক্ষে যে সুবোধ ব্যানার্জ উক্ত সভায় স ইউ, সির সাধা কান্তি বোস বলেন যে, ভ বর্ত্তমান দুর্ব্বলত পরিমাণে দায়ী তাঁদের উগ্র বি মীর জন্যই ট্রেড গিয়েছে। ক হতে বাঁচতে হ বদ্ধতা গড়তেই ভুলত্রুটী থেকে আন্তরিকতার পি, টি, ইউ, তাঁদের অভী করেন এবং জানান। স পক্ষ হতে কব চারু বন্দোপা কমরেড নেপ করেন।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হাওড়

● লেনিন দিবস উদযাপি

গত ২১শে জানুয়ারী সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হাওড়া জিলা অফিসে লেনিন দিবস পালন উপলক্ষে এক সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড উৎপল রায়। সভায় আদমজীজুট মিলস, অশোক গ্লাস ফ্যাক্টরী, হনুমান জুট মিল প্রভৃতি কারখানার মজুর ও স্থানীয় বাস্তহারা ও সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রধান বক্তা এস, ইউ, সি-র কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সভ্য বিখ্যাত শ্রমিক নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী লেনিন দিবস উদযাপনের তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভাষণ দেন। তিনি বলেন কমরেড লেনিন শুধু রুশ বিপ্লবেরই নেতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন বিশ্ব-বিপ্লবের নেতা। তাই তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববিপ্লবের যে ক্ষতি হয়ে কাজ পূরণ সারা দুনিয়ার লেনিনবাদীর করেন। ত বিপ্লবের পা শ্রেণীর আজ বুঝাইয়া দে ভারতের ম পড়ে থাকার সার্থক বিপ্লবী আমাদের দে মার্কসবাদী কিন্তু মার্কস জন্য যে রৈ গ্রহণ করা ছাড়া কেহ

লেনিন দিবস উদযাপিত

ও বি, পি, টি, ইউ, সির মিলিত উদ্যোগে লেনিন দিবস প্রতিপালন

সাম্রাজ্যবাদী
। একটা বিশ্ব-
করে চলেছে
হতে দেশজোড়া
লড়াই গড়ে
বকার প্রবিষ্ক
করা। তাই
সর্বপ্রধান কাজ
শ্রেণীকে আবার
দিন না ভারত-
শক্তিশালী জন্য
ছে ততদিন তা
এই গণতান্ত্রিক
। করছে ঘনিষ্ঠ-
ওপর। তাই
কটি প্রগতিশীল
র আশু কর্ত্তব্য
দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ-
এবং সাথে সাথে
ক মোর্চা গঠন
র প্রতি শ্রদ্ধা
ত্র পথ।" গত
রিখে ক'লকাতা
ও বি, পি, টি,

ইউ, সি, র মিলিত উদ্যোগে লেনিন দিবস উপলক্ষে যে সভা হয় তাতে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী উপরোক্ত বক্তৃতা দেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউ, টি, ইউ, সির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মৃণাল কান্তি বোস। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা ও বিভেদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি। তাঁদের উগ্র বিপ্লবীপনা ও দলীয় গোড়ামীর জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন একতা ভেঙ্গে গিয়েছে। কংগ্রেসী সরকারের আক্রমণ হতে বাঁচতে হলে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধতা গড়তেই হবে; তার জন্য আগের ভুলত্রুটী থেকে মুক্ত হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। বি, পি, টি, ইউ, সির কমরেড জ্যোতি বোস তাঁদের অতীতের ভুল ক্রটীর কথা স্বীকার করেন এবং ঐক্যবদ্ধতার জন্য আবেদন জানান। সভায় এ, আই, টি, ইউ, সির পক্ষ হতে ককরেড সত্যপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়, চারু বন্দোপাধ্যায় এবং ইউ, টি, ইউ, সির কমরেড নেপাল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

উনিটি সেণ্টারের হাওড়া জেলা অফিসে লেনিন দিবস উদযাপিত

য়ারী সোস্যালিষ্ট
। জিলা অফিসে
লক্ষে এক সভা
ত্ব করেন বিশিষ্ট
উৎপল রায়।
স. অশোক ঘাস
দল প্রভৃতি কার-
ীয় বাস্তহারা ও
ছিলেন। সভায়
, সি-র কেন্দ্রীয়
বিখ্যাত শ্রমিক
মুখার্জী লেনিন
পর্য্য বিশেষ ভাবে
ন। তিনি বলেন
শ বিপ্লবেরই নেতা
হলেন বিশ্ব-বিপ্লবের
হাতে বিশ্ববিপ্লবের

যে ক্ষতি হয়েছে সেটা স্মরণ করে অসমাপ্ত কাজ পূরণ করবার প্রতিজ্ঞা নেবার জন্যই সারা দুনিয়ার প্রতিটি কোণে মার্কসবাদী লেনিনবাদীরা লেনিন দিবস পালন করেন। তারপর কমরেড মুখার্জী বিশ্ব-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মজুর শ্রেণীর আজ কি কর্ত্তব্য তা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন আজ ভারতের মজুর আন্দোলন এত পিছিয়ে পড়ে থাকার কারণ ভারতে এখন পর্য্যন্ত সার্থক বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। যদিও আমাদের দেশে বিভিন্ন পার্টি নিজেদের মার্কসবাদী লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেন কিন্তু মার্কসবাদী পার্টি গড়ে তোলার জন্য যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করা দরকার তা দু একটি দল ছাড়া কেহই গ্রহণ করেন নি। এর ফল হিসাবে তথাকথিত মার্কসবাদী দলগুলি নামে মজুর শ্রেণীর দল হয়েও কার্য্যতঃ মজুর আন্দোলনকে বিশ্বাসঘাতকতা করেই চলেছে। কাজেই আজ প্রতিটী সাচ্চা মার্কসবাদী তথা বিপ্লবীর কাজ হোল নূতন মজুর শ্রেণীর দল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে গড়ে তোলা। সেই কাজই করে চলেছে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার। আপনারা বা যারা ভারতে মজুর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তারা এস, ইউ, সি-কে শক্তিশালী করে আপনাদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবার জন্য এগিয়ে আসুন। এর পর শিবপুরের বিপ্লবী নেতা কমরেড শক্তি দত্ত, ঘুষুড়ীর মজুর নেতা কমরেড পুণদেও সিং, সালকিয়ার শ্রমিক নেতা কমরেড নারায়ণ দাস ও বিশিষ্ট চটকল মজদুর নেতা কমরেড জগন্নাথ সিং বক্তৃতা করেন।

তাঁরা প্রত্যেকেই আজ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতৃত্বের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করেন। কমরেড শক্তি দত্ত বলেন: ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি নিজেকে মজুরের দল বলে ঘোষণা করেও ভারতের মজুর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে—শুধু চূড়ান্তভাবে ব্যর্থই হয়নি তারা মজুর আন্দোলনকে তাদের ব্যর্থতার মারফৎ প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের হাতে তুলে দিয়েছে। এর পর বিভিন্ন শ্লোগানের মধ্যে সভাপতি সভার সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

কয়লাখনি অঞ্চলে শান্তি আন্দোলন

শান্তি সম্মেলন বে-আইনী ঘোষিত

নেহেরু সরকারের শান্তি প্রিয়তার নমুনা

(সংবাদদাতা)

ঝরিয়া, ৭ই জানুয়ারী,

ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চলের যুদ্ধ বিরোধ শান্তি আন্দোলন গত দুই মাস ধরিয়া সুরু হইয়াছে। আন্দোলন সুরু হইবার সাথে সাথেই একদিকে যেমন ব্যাপক জনমত শান্তির পক্ষে আসিতেছে জনসাধারণ আন্দোলনে যোগ দিতেছে—, অপর দিকে 'নিরপেক্ষতা' এবং 'শান্তি'র ধ্বজাধারী নেহেরু সরকারের পুলিশী ব্যবস্থা ও ততই আন্দোলন দাবাইবার কাজে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

গত ৬ই জানুয়ারী ডিগ ওয়াডিতে ঝরিয়া কয়লা খনি শান্তি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। কিন্তু ঠিক সম্মেলনের পূর্ব্বাহ্নে ধানবাদের এ-ডি-সি সম্মেলনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এই ভাবে সম্মেলন বন্ধ করিয়া দিবার পিছনে কোন যুক্তি দেখান হয় নাই। পুলিশের এই অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন করিতে পারেন নাই। ঐ দিনই প্রস্তুতি কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রীতিশ চন্দ এবং অন্যান্য শান্তি কর্ম্মীরা প্রচার ভ্যানে করিয়া বিভিন্ন কয়লা খনির শ্রমিক মহলে পুলিশের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া এবং সম্মেলনের উপর নিশেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া ব্যপক প্রচার করেন।

সম্মেলনের প্রাকাশ্য অধিবেশন বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে গত ১৪ ই জানুয়ারী ঝরিয়ায় বঙ্গ-বিদ্যালয়ে শান্তি সম্মেলনের একটি ঘরোয়া অধিবেশন হয়। এই ঘরোয়া অধিবেশনে আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধির এবং জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করিয়া শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শান্তি সংগঠন গড়িবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া বিভিন্ন বক্তা শান্তি আন্দোলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ক্ষীতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য এ-ডি-সির অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়াছেন।

এই সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে ধানবাদ কোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত ক্ষীতিন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঝরিয়া রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীরমেশ ভট্টাচার্য্য, কাটরাস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমল উপাধ্যায়, ডি-এ-ভি স্কুল এবং ঝরিয়া একাডেমীর প্রধান শিক্ষক যথাক্রমে শ্রীযুক্ত আচারিয়া এবং শ্রীতারিনী সরণ, ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য এবং আইনজীবি শ্রীকানাই পাল, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা সত্য সেন, ঝড়িলাল গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কয়লাখাণি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ডিগওয়াডিতে লেনিন দিবস অনুষ্ঠিত

সারা ভারত সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কয়লা খনি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে গত ২১ শে জানুয়ারী লেনিন দিবস ডিগওয়াডিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে পার্টির কর্ম্মী, সহানুভূতিশীল ও শ্রমিকদের এক সভা হয়। সভায় কমরেড প্রীতিশ চন্দ সভাপতিত্ব করেন। কমরেড আর ডি পাণ্ডে কমরেড লেনিনের উদ্দেশ্যে গণসঙ্গীত করেন। কয়লা মজদুর ইউনিয়নের সংগঠক কমরেড শঙ্কর সিং বিশদ বক্তৃতায় রুশ বিপ্লবের বিভিন্ন অধ্যায় ও সেই বিপ্লবে লেনিনের অবদান প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করিয়া বলেন যে কমরেড লেনিন শুধু রুশ বিপ্লবের সংগঠকই নন্, সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষের কাছে কমরেড লেনিন একমাত্র আশার আলো বিশ্ব বিপ্লবের নেতা হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া কমরেড শঙ্কর বলেন যে, যে ভাবে কাউটস্কি, প্লেখানভ, ট্রট্স্কি প্রমুখ শত্রুদের হাত হইতে লেনিন মার্ক্সবাদী দর্শনকে বাঁচাইয়াছেন—আজকের দিনে আমাদেরও তেমনি ভাবে মার্ক্সবাদকে বিভ্রান্তির হাত হইতে বাঁচাইতে হইবে।

কমরেড শিবরেস সরকার শান্তি আন্দোলনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর মানে হইবে ব্যাপকতর ঐক্য ফ্রন্টের ভিত্তিতে শান্তি মোর্চ্চা গঠন করা।

কমরেড রামদান কৃষক আন্দোলনে লেনিনের শিক্ষাকে স্মরণ করিয়াছেন। কৃষক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস বিশ্লেষণ করা এবং সেইভাবে ক্ষেত মজুর গরীব ও মধ্য কৃষকের শ্রেণীভূমিকার উপরে ভিত্তি করিয়া গ্রামের সর্ব্বহারা আন্দোলন পরিচালনা করা আমাদের আশুকর্ত্তব্য।

সভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দ বলেন যে, "বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, মহান্ নেতা কমরেড লেনিনের মৃত্যু নাই; কমরেড লেনিন আজও বাঁচিয়া আছেন—তাঁহাকে পাইতে হইবে তাঁর শিক্ষায়, আদর্শে। কমরেড লেনিন বাঁচিয়া আছেন রুশ বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সংগঠক কমরেড ষ্টালিনের মধ্যে, জাগ্রত এশিয়ার প্রতিক কমরেড মাও আর হো-চি-মিনের মধ্যে। কমরেড চন্দ বলেন দুভিক্ষ-পীড়িত, দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার আর 'কালোবাজারী কালচারে' বিধ্বস্ত বর্ত্তমান ভারতে লেনিনের শিক্ষার প্রয়োজন সবচেয় বেশী। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা বিশ্লেষণ করিয়া কমরেড চন্দ লেনিন দিবসের সার্থকতা ব্যাখ্যা করেন।

ভোটার হয়েছেন কি ?

যদি আজও ভোটার তালিকাভুক্ত না হয়ে থাকেন তাহলে ভোটার হবার দাবী এখনই পেশ করুন। বিভিন্ন নির্ব্বাচন কেন্দ্রের খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কে কোন দাবী এবং প্রতিবাদ পেশ করার সময় ১৯৫১ সালের ২৮শে ফেক্রয়ারী পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হয়েছে।

এস, ইউ, সি; বি, পি, ও ডব্লিউ, পি, লিগের মিলিত প্রচেষ্টায়

● হাজরা পার্কে জনসভা ●

প্রকৃত সংগ্রামী গণমোর্চাই শোষিত ভারতবাসীর মুক্তির হাতিয়ার

গত ২১ শে জানুয়ারী কলকাতার হাজরা পার্কে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, বলশোভিক পার্টি এবং ওয়ার্কাস এণ্ড পেজেন্টস লিগের মিলিত উদ্যোগে লেনিন দিবস উদযাপিত হয়। সভায় বলশোভিক পার্টির কমরেড সুধা রায়ের অনুপস্থিতিতে গণদাবীর প্রধান সম্পাদক, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী সভাপতিত্ব করেন। কমরেড সুকোমল দাশ গুপ্ত সভা উদ্বোধন প্রসঙ্গে লেনিন দিবসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে বলেন—আজকের দিনে ভারতবর্ষের বামপন্থী দলগুলির মধ্যে শক্ত ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তুলতে না পারলে কংগ্রেসী ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। সেই ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তোলার জন্য এস, ইউ, সি, বলশোভিক পার্টি এবং ওয়ার্কাস এণ্ড পেজেন্ট লিগ যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে মতবাদিক বিভিন্নতা দূর করে যাতে একটি দলে রূপ দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক পথও অনুসরণ করে যাচ্ছে। যেদিন তা হবে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সেদিন নতুন পথ খুলে যাবে। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পাদনে দল তিনটি যাতে আরও দ্রুত-গতিতে এগিয়ে যেতে পারে জনসাধারণকে তার জন্য সর্ব রকমে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে হবে, কারণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সফলতার উপরই জনতার ভবিষ্যৎ সুখী সমাজ নির্ভর করছে।

এর পর বলশোভিক পার্টির কমরেড তারা দাস, বক্তৃতা করেন। তিনি কংগ্রেসী সরকারের আমলে ভুখা মানুষের ওপর কি জঘন্য অত্যাচার চলেছে তার বিস্তৃত উদাহারণ দিয়ে বলেন—গরীব জনসাধারণকে খেয়ে পরে সুখে স্বচ্ছন্দে মানুষের মত বাঁচতে হলে কমরেড লেনিনের নীতি গ্রহণ করতে হবে, সোভিয়েট ও চীনের বিপ্লবের শিক্ষা বুঝতে হবে। কংগ্রেসী রাজ বা লিগ রাজ জনতার মুক্তি দিতে পারে না, গরীব মানুষকে শোষণ করাই হল তাদের কাজ। ভারতীয় মজুর চাষী মধ্যবিত্তকে এ ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে সোভিয়েট ভারত প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাতেই আসবে একমাত্র মুক্তি।

সভায় এস, ইউ, সির সাধারণ সম্পাদক, কমরেড শিবদাস ঘোষ, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ও কমরেড কালু বক্তৃতা করার পর কমরেড সভাপতি তাঁর অভিভাষণ দেন। ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধ জোরদার শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে, বিহার সরকারের ডিগ-ওয়াদিতে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনকে বানচাল করার চক্রান্তকে নিন্দে করে, কলকাতা ডক শ্রমিকদের ওপর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদ ও তাদের সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে, উত্তর প্রদেশের চিনি কল শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণের নিন্দা করে এবং নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীর সাজা দাবী করে এবং পুরা রেশন দিবার দাবী জানিয়ে পাঁচটি প্রস্তাব সভা গ্রহণ করে। —প্রগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েসনের দক্ষিণ কলকাতা শাখা হতে সভায় গণ সঙ্গীতি করা হয়।

জনস্বার্থ-বিরোধী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে

ভুয়া শাসনতন্ত্র বাতিল করার দাবীতে বিরাট জনসভা

গণতন্ত্রের নামে তার যে সমাধি রচিত হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় গণপরিষদে গণতন্ত্র বিরোধী গঠণতন্ত্র গ্রহণের ভেতর দিয়ে তারই প্রতিবাদ হিসেবে এ বছরের ঐ একই দিনে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টারের কলিকাতা জিলা কমিটির উদ্যোগে হাজরা পার্কে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত তিন বছরের তথাকথিত স্বাধীনতা যে এক অভাবনীয় তিক্ত অভিজ্ঞতা জনতার সামনে উপস্থিত করেছে এবং জনতাও যে তার হাত থেকে রক্ষা পেতে চায় তার প্রমাণ মেলে এই দিনের সভায় জনসাধারণের আগ্রহ এবং উত্তেজনা থেকে। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত স্থির ও স্পন্দনহীন ভাবে প্রত্যেকটি বক্তৃতা শ্রবণ করা এবং তারই মাঝে মাঝে বিপুল আগ্রহসূচক ধ্বনি শুধু একটি কথাই প্রমান করে যে রেডিও, কাগজ ও সিনেমার মারফৎ প্রচার করা সত্বেও জনতা আজ সরকারী প্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি তারা প্রাণের আবেগে সাধারণের পথ বেছে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

প্রথমেই 'গণদাবীর' প্রধান সম্পাদক কমরেড সুবোধ ব্যানার্জি গঠণতন্ত্রের ধারা উপধারাকে বিশ্লেষণ করে পরিস্কার ভাবে দেখান কি ভাবে এতে শোষণের ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত রাখা হয়েছে। তিনি বিশেষ করে এ কয় বছরে যে কি ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে, সভা সমিতির অধিকারকে, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত দেখান।

সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামের রূপকে বিশ্লেষন করে বলেন যে প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমানের রাষ্ট্র নতুন নয় সেই বৃটীশ শাসিত আমলের গঠিত একই শোষণমূলক রাষ্ট্র। পরিবর্ত্তন হয়েছে শুধু সরকার। তাঁর বক্তৃতায় সবচেয়ে প্রনিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে ধনবাদী অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করা এবং একমাত্র বিপ্লবই যে মেহন্নতী জনতার মুক্তির দ্বার খুলতে পারে সেই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা।

সভাপতি কমরেড নীহার মুখার্জি এই জনস্বার্থ বিরোধী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভুয়া শাসনতন্ত্রকে বাতিল করে পূর্ণবয়স্কের সত্যিকারের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নূতন গণপরিষদ গঠণের আহ্বান জানান। সভায় নারসিং সিং, মনোরঞ্জন ব্যানার্জি, অনিল সেন প্রভৃতি অনেকে বলেন।

প্রতিবাদ

গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখের গণদাবীতে—"কম্যুনিষ্ট পার্টির বিভেদ চক্রান্ত, যুক্তফ্রণ্ট গঠনের কথা বলে, সংগ্রামী চাষীদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা, কংগ্রেসী সরকারের খাদ্যনীতির হয়ে দালালী" এই শিরোনামায় যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিবাদে আমরা একটি চিঠি পেয়েছি। চিঠিটিতে স্বাক্ষরকারী হিসাবে বিপিন বিহারী বর প্রভৃতি পাঁচ জনের নাম আছে। চিঠিটি আসল নয়, আসল চিঠির নকল; স্বাক্ষরগুলি স্বাক্ষরকারীদের নিজের নয়, এক হাতের। সংবাদপত্রে আসল স্বাক্ষরযুক্ত চিঠি না পেলে প্রকাশ করা হয় না, তাই আমরা চিঠিটি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তবে যাতে চিঠি প্রেরকের বক্তব্য প্রকাশ পায় তার জন্য চিঠিটির সারমর্ম্ম আমরা প্রকাশ করলাম।

চিঠিটিতে বলা হয়েছে, যে কম্যুনিষ্ট কর্মীটির কথা গণদাবী সংবাদে বলা হয়েছে তিনি চিঠির স্বাক্ষরকারীদের কাছে আমাদের (সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, ক্ষেত মজুর ফেডারেশন, যুক্ত কিষাণ সভা) বিরুদ্ধে কোন কুৎসা করেননি, বরং আমাদের সভাসমিতিতে যোগ দেবার কথাই বলেছিলেন। তিনি কংগ্রেসী সরকারের অত্যাচারী নীতির কাছে মাথা নত করতেও স্বাক্ষরকারীদের বলেননি।

গণদাবীর যে সংবাদদাতা এই সংবাদটি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে অনুরোধ করি।

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যাতে করে সত্যিকারের জঙ্গী যুক্ত ফ্রণ্ট গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার জন্য চেষ্টা করে আসছে; ইতিহাস তার সাক্ষ্য। যুক্ত ফ্রণ্ট গড়ে তোলার আন্তরিকতাও প্রমাণ হয় শোষিত শ্রেনীর ঐক্যবদ্ধ

(শেষাংশ ৩এর পাতায় দেখুন)

২৩শে জানুয়ারী কমনওয়েলথ বিরোধী

● বিদস পালন ●

২৩শে জানুয়ারী যখন লক্ষ লক্ষ লোক কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত মিছিল করে নেতাজী সুভাষ বোসের জন্মদিবস পালন করছিল তখন এই জনস্রোতকে চিরাচরিত মামুলী জন্মদিবস পালনের গভির হাত থেকে রক্ষা করে তাকে রাজনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে সেই দিকে পরিচালিত করার আহ্বানে এগিয়ে আসে সম্মিলিতভাবে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার, বলশেভিক পার্টি ও ওয়ার্কার্স এণ্ড পীজাণ্টস লীগ। এই দিনকার একমাত্র সার্থক বাণী "কুইট কমনওয়েলথ" ও "সাম্রাজ্যবাদ এশিয়া ছাড়" এটাই বহন করে বিরাট বিরাট দুটো ফেষ্টুন। সমস্ত মিছিলের ভিতর লাল পতাকার ও জনতার বিভিন্ন দাবী চিহ্নিত পোষ্টার সহ এই বিরাট অংশটি জনতার দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। কমনওয়েলথের দাসত্বের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী চক্রের যুদ্ধ চক্রান্তের বিরুদ্ধে, বাস্তহারাদের দাবী নিয়ে বিভিন্ন শ্লোগান দেওয়া হয়। এই মিছিলে বহু সংখ্যক বাস্তহারাদের যোগদান একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় ছিল।

ভারতবর্ষকে যুদ্ধ ফাঁসে জড়িয়ে দেবার ঘৃণ্য চক্রান্ত

(২য় পৃষ্ঠার পর)

করে ধান চাষের জমিতে ধান চাষ কমিয়ে পাট চাষের হুকুম দেওয়া। সুতরাং মুখে 'অধিক খাদ্যশস্য ফলাও' এর কথা ফলাও করে বললেও, তার পেছনে কোটী কোটী টাকা পোষ্যবর্গ ও আত্মীয় পরিজন পুষে খরচ করলেও আদতে যে ভারত সরকার ভারতবাসীর খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী করতে চায় না তারই প্রমাণ সর্ব্বত্র।

তার পর কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীই খাদ্যশস্যের যে হিসাব দাখিল করছে তাতেই প্রমাণ হয়, দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে না। আমরা বহুবার হিসাব করে দেখিয়েছি ভারতবর্ষের খাদ্যমন্ত্রীর দপ্তর হতে যে সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে খাদ্যবিষয়ে, তাতে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী যদি প্রত্যেক বয়স্ক ভারতবাসী গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৩'৫৬ সের খায় তাহলে ভারতবর্ষে কোন রকমেও খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে না যদি খাদ্যনীতি জনস্বার্থানুযায়ী পরিচালিত হয়। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী ধনিক-স্বার্থ রক্ষা করতেই ব্যস্ত তাই বড়লোক-দের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করে চোরাকারবার চালাবার সুযোগ দিয়ে চলেছে। একজন সাধারণ লোক যখন দুসের আড়াই সের চাল নিজের ব্যবহারের জন্য বাইরে থেকে রেশনভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে নিয়ে আসে তখন তা সরকারী বিভাগের নজরে পড়ে এবং তার শাস্তি হয় অথচ মন্ত্রীদের বন্ধুর দল যখন লরী লরী চাল, ধান, গম চোরাকারবারে পাচার করে তখন কোন কথাই ওঠে না।

আর যদি নেতাদের কথা সত্য বলে ধরেও নেওয়া হয়—ভারতবর্ষে খাদ্য ঘাটতি, তাহলেও বক্তব্য হল বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করে এ ঘাটতি পূরণ করা যায়। ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত মুন্সি বলেছেন—বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আনার অসুবিধা হচ্ছে, জাহাজ পাওয়া যাচ্ছে না তাই সাবধানতা হিসাবেই রেশন কমান হয়েছে। একথাও সম্পূর্ণ অসত্য ও ধাপ্পা। নয়াচীন ভারতবর্ষকে ১০ লাখ টন চাল দিতে প্রস্তুত পাটের দ্রব্যের বিনিময়ে। ভারতবর্ষের এ চাল প্রতিমণ পাঁচ টাকা করে পড়ে এবং জাহাজের হেঙ্গামাও পোহাতে হয় না। কিন্তু মুন্সিজী নয়াচীনের এই চুক্তি থানচাল করার চেষ্টা করে চলেছেন। নয়াচীনের কাছ থেকে কোন চাল নিতেই তিনি প্রথমে রাজী হননি; তারপর জন-সাধারণের চাপে বাধ্য হয়ে সামান্য পরি-মাণ চাল এখন তিনি নিতে প্রস্তুত। তাঁর বক্তব্য হল ভারতবর্ষের এত পাট দেবার ক্ষমতা নেই। অথচ হিসাবে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতা আছে এবং বিড়লা গোয়েঙ্কা সুরজমল নাগরমল এবং কেনেডি গোষ্ঠির দল বেশ বহাল তবিয়তে হংকং এর মাধ্যমে নয়াচীনে কালোবাজারী দামে পাট বেচছে। পাট যদি নাই থাকে, এরা চোরাকারবার করে কোথা থেকে? পাট নেই একথা ধাপ্পা, আসল কথা হল, নয়াচীন চালের বদলে পাটের জিনিষ পেলে ইংরেজ ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের চোরাকারবার চলবে না, তাতে কোটী কোটী মুনাফা তাদের কমে যাবে, অন্য-দিকে নয়াচীনের চাল ভারতে পৌছলে দেশীয় ধনিকদের চালের ব্যাপারে খেল চালাতে অসুবিধা হবে; তাই নয়াচীনের কাছ থেকে চাল নেওয়া হচ্ছে না। শুধু নয়াচীন নয় সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারত-বর্ষকে জানিয়েছে, তারা উৎকৃষ্ট জাতের গম ভারতবর্ষকে যোগান দিতে পারে এবং আমেরিকার গমের দামের অর্দ্ধেক দামে দেবে। এই দামও মুদ্রায় পরিশোধ করতে হবে না; জিনিষ দিয়ে শোধ করতে হবে। জাহাজের হাঙ্গামা এক্ষেত্রেও পোহাতে হয় না তবুও সোভিয়েটের এই সম্প্রীতির আহ্বানে ভারত সরকার সাড়া দিতে রাজী নয়। ভারতবর্ষে কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যঘাটতি তৈরী করা এবং দেশীয় ধনিক গোষ্ঠির কালোবাজারী করার সুবিধা দেওয়া ছাড়া এর কারণ আর কি হতে পারে? এর বদলে মুন্সিজী লোক পাঠিয়েছেন মার্কিনে গম কেনার জন্য। গম আনার জাহাজ মিলবে না; বেশী দামে খারাপ জাতের গম কিনতে হবে, টাকার তুলনায় ডলারের দাম অনেক বেশী এবং ডলার দিয়ে দাম শোধ করতে হবে—এত অসুবিধা সত্ত্বেও কেন এই গম কিনা? সত্যিই কি খাদ্য মন্ত্রী দেশবাসীকে খাওয়াবার আগ্রহে এটা করছেন? আদৌ নয়। এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য আছে।

ইতিমধ্যে আমেরিকায় কথাবার্তা উঠেছে, ভারতবর্ষকে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া যেতে পারে যদি ভারতবর্ষ তার পর রাষ্ট্রনীতিতে নয়াচীন ও সোভিয়েট প্রীতি ত্যাগ করে মার্কিণের সাম্যবাদ বিরোধী অভিযানে পূর্ণ সমর্থন জানায় ও সাহায্য করে। নেহেরু সরকারের পররাষ্ট্র-নীতিতে কোথাও নয়াচীন ও সোভিয়েট প্রীতির চিহ্ন নেই; যা আছে তা হল কমনওয়েলথ দেশ হিসাকে সাম্রাজ্যবাদী জোট ভাল করে পাকান, নয়াচীন ও দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ব্লক তৈরী করার চেষ্টা করা। তবুও ভারতীয় রাষ্ট্রের সাম্যবাদ প্রীতির কথা বলার উদ্দেশ্য হল—ভারতবর্ষকে নির্লজ্জ ও নগ্নভাবে ইঙ্গমার্কিণের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্রে নামতে বলা। খাদ্য দ্রব্য পাওয়ার জন্য ভারতীয় রাষ্ট্রের তা করা উচিত এ ধরণের কথা ত নয়াদিল্লীতে বহু ইঙ্গ মার্কিণ পেটোয়ার দল, তথা কথিত জাতীয়বাদী সংবাদ পত্রগুলি এবং আমেরিকাতে ভারতীয় কংগ্রেস প্রভৃতির কর্ত্তারা বলতে সুরু করেছে। তাহলে পরিষ্কার হল চীন ও সোভিয়েটের দান প্রত্যাখান করে মার্কিণের কাছে গম কেনার মতলবের পেছনে কি উদ্দেশ্য আছে। ভারতবর্ষকে যুদ্ধ ফাঁসে ভাল করে জড়াবার ষড়যন্ত্র হল এটা। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেসী নেতারা জানে ভারত-বাসীরা এ যুদ্ধের বিরোধী তাই তাদের ধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে—জনতাকে বাঁচাবার জন্যই, খাদ্য পাওয়ার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী লড়াই এর সমর্থক হতে হবে।

ভারতীয় ধনিক গোষ্টি এবং তাদের শ্রেণী স্বার্থের রক্ষক ভারতীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে মেহনৎকারী ভারতবাসীর বাঁচা সম্ভব নয়। সারা দেশে যে রেশন কমান হয়েছে তার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলুন, তার মাধ্যমে নয়াচীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন হতে খাদ্য দ্রব্য কিনতে ও খাদ্যনীতিকে দেশের জনতার স্বার্থে পরিচালিত করতে সরকারকে বাধ্য করুণ এবং ভারতবর্ষকে ভারত-বাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফাঁসে বাধিয়ে দেবার যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তুলুন। খাদ্যের কথা বলে যে যুদ্ধ বাদী প্রচার চলেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিটি অঞ্চলে স্থানীয় কমিটি গড়ে তুলে সরকারী খাদ্যনীতি বিরোধী ও শান্তি আন্দোলন জোরদার করে তুলুন। সেই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সফলতার ওপর দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধকে প্রতিরোধ করা নির্ভর করছে। ভুলে যাবেন না, এখনই যদি খাদ্যের এই অবস্থা হয় তাহলে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কি হবে? বাঁচতে হলে লড়তে হবে, তারই প্রস্তুতি গড়ে তুলুন।

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

প্রিয় মহাশয়,

আপনার পত্রিকায় নীচের সংবাদটি প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। জাতীয়তা-বাদী নামধারী পত্রিকাগুলি দরিদ্র জন-সাধারণের দুঃখ দৈন্যের কোন খবরই প্রকাশ করে না। তাঁহাদের পত্রিকাগুলি পড়িলে মনে হয়, ভারতবর্ষে সত্যই বুঝি বা রামরাজত্ব চলিতেছে, কোথাও কোন দুঃখ নাই। অথচ কংগ্রেসী রাজত্বে সত্য বলিয়া যদি কিছু থাকে তাহা হইলে তাহা হইতেছে নিঃস্ব শ্রমিক কৃষক কেরাণীদের উপর নিত্য নতুন জুলুম অত্যাচার ও শোষণ।

২৬শে জানুয়ারী ভারতবর্ষে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিন। খুব ঘটা করিয়া সেইদিন সরকারী অফিসে জাতীয় পতাকা উড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অথচ তাহার পূর্ব্বদিন ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ২৪পরগণা জেলা কালেকটরেট অফিসে একটি সার্কুলার এই মর্ম্মে পশ্চিম বাংলার সরকারের নিকট হইতে আসে যে, ১৯৪৭ সালে এবং পরে যাহারা চাকুরীতে ঢুকিয়াছে তাহাদের ছাঁটাই করা হইবে। এইভাবে বরখাস্তের সংখ্যা ১৫০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত হইবে। আমিও এই হতভাগ্যদের মধ্যে একজন। সরকার বাহাদুর কি বলিয়া দিবেন—আমরা কি অপরাধ করিলাম যাহাতে আমাদের উপর এই জুলুম? ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে এই কথা খুব জোর গলায় বক্তৃতা মারফৎ প্রচার করা হইয়া থাকে। স্বাধীনতার কি মূল্য রহিল যদি দেশবাসীকে অন্নের অভাবে শুকাইয়া মরিতে হয়? আমা-দের মত অফিসেই যদি দুই শতর মত লোক ছাঁটাই হয় তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষে কি অবস্থা হইবে। এই যে হাজারে হাজারে লাখে লাখে যুবক বেকার হইতেছে, ইহারা কি করিবে তাহা কি সরকার ভাবিয়াছেন? তিন বৎসরের বেশী চাকুরী করিবার পর বিনা দোষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। অন্য কোথাও তাহাদের কাজ মিলিবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং উপবাস ছাড়া তাহাদের আর কি গতি রহিল! কংগ্রেসী সরকার যত শীঘ্রই খতম হয় ততই মঙ্গল।

ইতি অনৈক ভুক্তভোগী

২৭-১-৫১

গণদাবী

রেজিঃ নং সি ৩২৫৭

ভূয়া সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সিংভূম জেলায় জন সমাবেশ

(সংবাদদাতার পত্র)

গত ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র বিরোধী দিবসে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেন্টার ও সিংভূম জিলা সংযুক্ত কিষাণ সভার সম্মিলিত আহ্বানে আসানবণীতে বিরাট জন সমাবেশ হয়। সভার সভাপতিত্ব করেন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিশিষ্ট সভ্য কমরেড হীরেণ সরকার।

কমরেড সভাপতি তার ভাষণে উপস্থিত জনসাধারণকে কংগ্রেসী সরকার প্রচারিত সাধারণতন্ত্রের স্বরূপ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "বর্ত্তমান সরকার ও গঠণতন্ত্র নিরন্ন জনসাধারণের প্রাথমিক দাবী-দাওয়াও মিটাইতে পারে নাই। অথচ টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া গোষ্টীর অবাধ শোষণের সহায়তা করিতেছে। উল্লিখিত গঠণতন্ত্র পুঁজিপতিদের অবাধ শোষণের স্বাধীনতা দিয়াছে—জনসাধারণের তাহার সহিত কোন যোগ নাই।" তিনি জোর দিয়া বলেন, "যতদিন পর্য্যন্ত পুঁজিপতি সরকারের অবসান না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণের কখনও সুবিধা হইবে না। কাজেই এই সরকারকে খতম করিবার জন্য আপনারা সংগঠিত হউন।"

সংযুক্ত কিষাণ সভার মহকুমা সংগঠক কমরেড কৃষ্ণা চোবে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, "দেশের শতকরা ৮০ ভাগ জনসাধারণ চাষী—যাহারা চাষ করে অথচ পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। যতদিন সমাজতন্ত্র কায়েম না হইবে ততদিন চাষীদের মূল সমস্যার সমাধান হইবে না। তিনি সংযুক্ত কিষাণ সভার নেতৃত্বে গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়িয়া তুলিয়া জোরদার আন্দোলন চালাইবার জন্য উপস্থিত কৃষকদের আহ্বান করেন।

কৃষক নেতা মধুসূদন মাহাত সরকারের খাদ্য সংগ্রহ নীতির সমালোচনা করিয়া বলেন,—"এ নীতির ফলে দরিদ্র কৃষকরাই নির্য্যাতিত হইবে।" তিনি দরিদ্র কৃষকদের জন্য একটি শক্তিশালী ক্ষেত মজুর ফেডারেশন গড়িয়া তুলিবার জন্যে উপস্থিত চাষীদের অনুরোধ করেন। স্থানীয় কিষাণ কর্ম্মী কমরেড সুধীর দাসের বক্তৃতার পর সভার কাজ শেষ হয়।

ঝরিয়া কয়লাখণি অঞ্চলে শান্তি আন্দোলন

প্রাচীর পত্র ও চিত্র প্রদর্শনী

ঝরিয়া কয়লা খণি অঞ্চলের শান্তি আন্দোলনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে চিত্র প্রদর্শনীর সাহায্যে সাধারণ জনতা এবং শ্রমিকদের মধ্যে শান্তি আন্দোলনের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য জন প্রিয় করে তোলা। শান্তি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি যুদ্ধ বিরোধি শান্তি প্রচারের কাজে প্রাচীরপত্র ও চিত্র প্রদর্শনীর সাহায্যে যুদ্ধবাজদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, যুদ্ধের বিভৎসতা, যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় এবং জনতার দায়িত্ব প্রভৃতি শান্তি আন্দোলনের মূল ভাবার্থ খুব সহজ ভাবে জনসাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিবার কর্ম্মপন্থায় বিশেষ জোর দিয়েছেন।

কোলকাতার খ্যাতনামা প্রগতিশীল তরুণ শিল্পী ইনষ্টিটিউট অফ্ আর্ট এণ্ড কালচারের বিশিষ্ট সদস্য তাপস দত্ত এবং এই শিল্পী গোষ্ঠির অন্যান্য শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত প্রাচীর পত্র এবং শান্তি আন্দোলনের চিত্র এই সব প্রদর্শনীতে দেখান হয়।

৯ই এবং ১০ই জানুয়ারী কাটরাসের অন্তর্গত পাথরা কোলিয়ারীতে চিত্র প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কাটরাস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমল উপাধ্যায় এবং এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ দেন কমরেড প্রীতিশ চন্দ। ১৪ই জানুয়ারী ঝরিয়ার বঙ্গ বিদ্যালয় ভবনে চিত্র প্রদর্শনী হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি সংঘের সভাপতি অজয় মল্লিক, উদ্বোধন করেন কমরেড প্রীতিশ চন্দ।

২৩ শে জানুয়ারী ডিগওয়াডিতে নেতাজী জন্ম দিবস পালিত হয়—কমনওয়েলথ বিরোধি দিবস হিসাবে। সেই উপলক্ষে ডিগওয়াডি সংস্কৃতি সংঘের উদ্যোগে শান্তি আন্দোলনের চিত্র প্রদর্শনী হয়—উদ্বোধন করেন পণ্ডিত শীলভদ্রযাজী। ২৮ শে জানুয়ারী ডিগওয়াডীতে নীরোদ চক্রবর্ত্তীর চা এর দোকানের দোকান ঘরে চিত্র প্রদর্শনী হয়—উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শান্তি কর্ম্মী কমরেড অনিল সরকার। শান্তি চিত্রগুলির সাথে তাপস দত্তের অঙ্কিত কয়লা খণি মজুরদের জীবন সম্পর্কিয় চিত্রও প্রদর্শিত হইয়াছে।

ধানলুঠ বাধা দিতে চাষীরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রাত্রি বেলায় ঐ অঞ্চল হতে গোরুর গাড়ী বোঝাই ধান পাচার করছে জমিদার জোতদারের দল কালোবাজারে। এর সঙ্গে সরকারী নির্দ্ধারিত দামেরও কমে দাম দেওয়া হচ্ছে। যেখানে চাষীদের প্রতি মণ ধানে উৎপন্ন খরচ পড়ে কমপক্ষে ১০৲ টাকার মত এখন পড়ে সেখানে সরকারী নির্দ্ধারিত দাম হল প্রতি মণ সাড়ে সাত টাকা। এই অন্যায্য কম দামও চাষীদের মিলছে না। প্রতি মণ ধানের দাম হতে তিন আনা করে বহুনি খরচ কেটে নেওয়া এবং মণ প্রতি তিন সের ধান চলতা বলে আদায় করা হচ্ছে। এতে করে চাষীরা প্রতি মণ ধানের জন্যে সাত টাকার ও কম পাচ্ছে।

কংগ্রেসী সরকারের এই বেআইনী লুট করা নীতির বিরুদ্ধে চাষীরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে। গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গঠন এবং তার নেতৃত্বে আন্দোলন, ধান কাড়া বাধা দেওয়ার জন্যে প্রত্যেক গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন. বিভিন্ন গ্রামের সমিতি গুলির প্রতিনিধি নিয়ে আঞ্চলিক কমিটি গঠন করার কাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। ২৪ পরগণা জেলা ক্ষেত মজুর ফেডারেশন, যুক্ত কিষাণ সভা ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির নেতৃত্বে এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে।

গত ৬ই জানুয়ারী তারিখে ২৪পরগণা ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের উদ্যোগে তিলপুকুর হাটে চাষীদের এক বিরাট সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের নেতা কমরেড শচীন ব্যানার্জী। সভা উদ্বোধন প্রসঙ্গে ক্ষেত মজুর ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী সাফল্যের সহিত আন্দোলন পরিচালনার জন্য কি ধরণের সাংগঠনিক প্রস্তুতি গড়ার দরকার এবং কেমন করে তা গড়তে হবে সে সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জলভাবে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার পর বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী কংগ্রেসী দুঃশাসনের ইতিহাস বিবৃত করেন এবং বলেন যতদিন কংগ্রেসী রাজত্ব থাকবে ততদিন এই অবিচার অত্যাচার হতে মুক্তি নেই; তাই চাষী ভাইদের কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন পরিচালিত করতে হবে এবং সে আন্দোলনকে দেশজোড়া মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সর্ব্বশেষে কমরেড সভাপতি সোভিয়েট, চীন প্রভৃতি দেশের চাষীদের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেন ভোটের মারফৎ মুক্তি মিলবে না। মানুষের মত বাঁচতে হলে বিপ্লব অপরিহার্য্য। তার জন্যে চাষী ভাইদের প্রস্তুতি গড়তে হবে। সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক যুক্ত কিষণ সভার সহঃ সম্পাদক কমরেড সুধীর ব্যানার্জী, স্থানীয় কৃষক নেতা ডাক্তার শ্রীধর মণ্ডল, কৃষ্ণলাল ব্যানার্জী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

লেনিন দিবসের সভা সম্পর্কে ভুল প্রচার

"গণ-বিপ্লবের" অযথা অপপ্রচার

গত ২১ জানুয়ারী সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার, বলশেভিক পার্টি এবং ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্ট লীগ এই তিনটি দলের মিলিত উদ্যোগে হাজরা পার্কে লেনিন দিবস উপলক্ষে যে সভা হয় সে সম্বন্ধে "গণবিপ্লবে" যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে বিস্মিত হইতে হয়। 'গণবিপ্লবে' বলা হয়েছে—"যুক্ত সভা সত্ত্বেও ইউ, টি, ইউ, সির পক্ষ থেকে লেনিন দিবস পালনের জন্য দক্ষিণ কলিকাতা হাজরা পার্কে একই সময়ে একটি পৃথক সভা করা হয়েছে। বি, পি, টি, ইউ, সি-সঙ্গে যুক্তভাবে সভা আহ্বান করে আবার একটি ভিন্ন সভা ইউ, টি, ইউ, সি কেন করলেন তার যৌক্তিকতা বুঝা গেল না এবং এই পৃথক সভা করা কেন প্রয়োজন হয়ে পড়লো তা উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বলা হয় নি।"

প্রথমতঃ হাজরা পার্কে আহুত সভা ইউ, টি, ইউ, সির নয়; উপরোক্ত তিনটি দলের। সুতরাং ঐ সভার জন্য ইউ, টি, ইউ, সি কে দায়ী করা এবং তার কাছ থেকে জবাব প্রত্যাশা করা অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ যদি সহযোগী, "গণবিপ্লব" মনে করে থাকেন যেহেতু ইউ, টি, ইউ, সি মিলিত সভায় যোগদান করেছে সেই হেতু যে সমস্ত দল ইউ, টি, ইউ, সির মধ্যে থেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করেন তাঁদের দল হিসাবে আলাদা সভা করা অন্যায় তা হলে বলব—তাঁর সঙ্গে আমারা একমত নই। দলের একটি ফ্রন্ট ট্রেড ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য মানে দলের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য নয়। যে সমস্ত ইউনিয়ন দলগুলির দ্বারা পরিচালিত ও ইউ, টি, ইউ, সির অন্তর্ভুক্ত তাঁরা নিশ্চয় মিলিত সভায় যোগ দেবে এবং এ ক্ষেত্রেও দিয়েছে। তাই বলে দলের অন্যান্য ফ্রন্ট হতে মিলিত সভা হবে না এ যুক্তি অচল। যদি বিভিন্ন দলের কোন সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মোর্চা থাকত এবং তার আহ্বানে মিলিত সভা ডাকা হত তাহলে এ প্রশ্ন উঠতে পারত।

আরও দুঃখের বিষয়, ভুল অনুমান বা সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে 'গণবিপ্লব' সিদ্ধান্ত করলেন—"এতে স্বভাবতঃই মনে হবে এক ধরণের লোক আছে যারা শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্যের কথা কেবল 'বাদকে বাদ' বলে; আসলে তারা যেন আন্দোলনে বিভেদ পাকা করেই রাখতে চায়।" অবশ্য 'লোকে' বলতে যে তাঁরা কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝা গেল না কারণ উপরোক্ত তিনটি দল বা ইউ, টি, ইউ, সি যাকেই বলা হ'ক না কেন তারা কেউই লোক নয়। আর যদি শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদের কথা তোলা হয় তাহলে সহযোগীকে ইতিহাসের পাতার দিকে তাকাতে অনুরোধ করব, ইউ, টি, ইউ, সি বা দল তিনটি কি শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে না বিশেষ দলের উগ্র বিপ্লববাদ এর জন্য দায়ী? আশা করি 'গণবিপ্লবে' সঠিক সংবাদ ও এ বিষয়ে নিরপেক্ষ মত দেখতে পাওয়া যাবে।

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত।